PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-2, November 2023

জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গে চার্বাক ও নৈয়ায়িকদের সমীকরণ

প্রশান্ত কর্মকার [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়, গ্রাম ও পোষ্ট- উখরিদ, থানা- খণ্ডঘোষ, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১৪২ ই-মেইলঃ pkarmakar288sanskrit@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার: প্রাচীন ভারতের যুক্তিবাদী মননশীলতার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন হল ভারতীয় দর্শন। অবশ্য এই যুক্তিবাদী মননশীলতার অন্তরালে ভারতাত্মাই লালিত-পালিত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মোক্ষই পরম পুরুষার্থের মর্যাদা লাভ করেছে।নাস্তিক ও আস্তিক নির্বিশেষে সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই মোক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে মুক্তিবাদের উপর আলোকপাত করেছেন। নাস্তিক চার্বাকমতে দেহের নাশই মোক্ষ। মরণোত্তর স্বর্গ-নরকাদি অলীক। পারলৌকিক সুখভোগের জন্য ইহজগতে কৃচ্ছ্রসাধনের উপদেশ বা পারলৌকিক দুঃখভোগের জন্য ইহজন্মে কামনার পরিপূর্তি থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রতারণামাত্র। দেহনাশের সাথেই সব সুখ-দুঃখের বিনাশ হয়। আস্তিক নৈয়ায়িক দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মোক্ষ স্বীকার করেছেন। দেহাতিরিক্ত আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করে আমুক্তি জীবাত্মার বারংবার দেহধারণ এবং কর্মফলভোগের প্রক্রিয়া স্বীকৃত হয়েছে সেখানে। দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক মতবৈপরীত্য যে সংঘাতের জন্ম দেবে তা বলাই বাহুল্য। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের এই মতবৈষম্যই আলোচনার বিষয়রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

সূচক শব্দ: আত্মনিত্যত্ববাদ, জন্মান্তরবাদ, দেহাত্মবাদ, দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্তাত্মা, ভূতচৈতন্যবাদ।

ভূমিকাঃ প্রাচীন ভারতের যুক্তিবাদী মননশীলতার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন হল ভারতীয় দর্শন। অবশ্য এই যুক্তিবাদী মননশীলতার অন্তরালে ভারতাত্মাই লালিত-পালিত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ পুরুষার্থ হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়েছে। তবে, মোক্ষই পরম পুরুষার্থের মর্যাদা লাভ করেছে এবং অবশিষ্ট তিনটি সেই মোক্ষেরই সাধনরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ ও কামের সমানভাবে আচরণ করা উচিত। এর দ্বারাই ক্রমশ মানুষ মোক্ষের প্রতি অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু কোন একটি সাধনের প্রতি অতিশয় আসক্তি মানুষকে মোক্ষ থেকে দূর করে ও বিনাশ ঘটায়। নাস্তিক ও আস্তিক নির্বিশেষে সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই মোক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে মুক্তিবাদের উপর আলোকপাত করেছেন। প্রবন্ধের শীর্ষক স্মরণে রেখে কেবলমাত্র চার্বাক ও নৈয়ায়িকদের মতানুসারী মুক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। ভূতচৈতন্যবাদ চার্বাক সমর্থিত স্থির সিদ্ধান্ত। পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু- এই চতুর্ভূতের সংযোগে দেহের উৎপত্তি হলে স্বভাবতই সেই দেহে চৈতন্যগুণের উৎপত্তি হয়। এটিই চার্বাক সমর্থিত ভূতচৈতন্যবাদ। দেহের বিনাশের সাথে সাথেই চৈতন্যের অবলুপ্তি ঘটে। আধারাভাবে চৈতন্য দেহবিনাশের পর বিদ্যমান থাকতে পারে না। অতএব, চার্বাক মতে দেহের বিনাশই মুক্তি। নৈয়ায়িকগণ মুক্তির ক্রম স্বীকার করেছেন। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম বলেছেন তত্ত্বজ্ঞান উদিত হলে মিথ্যাজ্ঞান অপসৃত হয়, তার ফলে দোষ দূরীভূত হয়, তার দ্বারা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হলে জন্ম রোধ হয়, জন্মের অভাবে জীব

দুঃখ প্রাপ্ত হয় না এবং এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মুক্তি[১]। সুতরাং বলা যেতে পারে মুক্তি প্রক্রিয়ার ভিত্তি হল মিথ্যাজ্ঞানের অপসারণ। জ্ঞানের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের নিরাকরণ সম্ভব। জ্ঞানোৎপত্তির প্রক্রিয়া ও সাধন ন্যায়দর্শনে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। উৎপন্ন জ্ঞানের অধিকরণরূপে নৈয়ায়িকগণ আত্মাকে উপস্থাপিত করেছেন[২]। প্রমাণজন্য জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হলে ক্রমশ তা মিথ্যাজ্ঞানকে অপসৃত করে এবং পুরুষকে পরম পুরুষার্থের প্রতি প্রচোদিত করে। ন্যায়মতে এই আত্মা নিত্য বা উৎপত্তিবিনাশরহিত এবং অবিকারী[৩]। আত্মার অস্তিত্ব চার্বাকও অনঙ্গীকার করেননি। তবে, তারা দেহাতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করেননি[৪]। চার্বাকমতে চতুর্ভূত নির্মিত শরীরই আত্মা। তাই চার্বাক প্রতিপাদিত আত্মা অনিত্য। দেহের নাশেই আত্মার নাশ হয়। নৈয়ায়িকগণ আত্মার নিত্যত্ব স্বীকারের মাধ্যমে জন্মান্তরবাদকে অনুমোদন করেছেন। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম ষোড়শ পদার্থের অন্যতম প্রমেয় পদার্থের উদ্দেশকালে নবম প্রমেয়রূপে "প্রেত্যভাব"কে স্বীকার করেছেন[৫]। "প্রেত্যভাব" কথাটির অর্থ হবে মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম। আমুক্তি কর্মফল ভোগের উদ্দেশ্যে আত্মা বারং বার দেহধারণ করে। সুতরাং জন্মান্তরবাদ ন্যায়সম্প্রদায়ের প্রামাণিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু চার্বাক সম্প্রদায় দেহাত্মবাদীরূপে প্রতিপন্ন হওয়ায় স্বভাবতই তারা পুনর্জন্মবাদের পরিপন্থী। এই প্রবন্ধে পুনর্জন্মবাদ প্রসঙ্গে এই দুই পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের স্বকীয় মতবাদ, পরমতখণ্ডন ও স্বমতমণ্ডন বিষয়ে যথামতি আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে।

পদ্ধতিঃ মূলত বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে প্রবন্ধটি লিখিত হবে। প্রাথমিক ও গৌণ উভয় প্রকার তথ্যের ভিত্তিতেই প্রবন্ধটি রচিত হবে। প্রাথমিক তথ্যগুলি মুখ্যত চার্বাক ও নৈয়ায়িকদের আকর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। গৌণ তথ্যগুলির উৎস বিভিন্ন সহযোগী গ্রন্থ বা প্রবন্ধ।

পরিণামঃ দেহাত্মবাদী চার্বাকগণ আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার না করায় পুনর্জন্মবাদকে অবিবেচনীয় বলে মত প্রকাশ করলেও নৈয়ায়িকদের যুক্তিজালে তারা বাঁধা পড়েন। কর্মবাদ সিদ্ধি করতে নৈয়ায়িক প্রতিপাদিত জন্মান্তরবাদ স্বীকার করতেই হবে।

মুখ্য প্রবন্ধঃ

ন্যায়মতে জন্মান্তরবাদঃ মহর্ষি গৌতম ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের অপসারণ সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন[৬]। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞানই হল মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ[৭]। সুতরাং আত্মতত্ত্ব প্রমাণের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে। আত্মা সমস্ত সুখ-দুঃখের দ্রষ্টা, শ্রোতা ও জ্ঞাতা। শরীর আত্মার ভোগের আধার। ইন্দ্রিয়সমূহ তার ভোগের সাধন। ইন্দ্রিয়ার্থ আত্মকৃত ভোগের বিষয়। আত্মার শরীর ধারণ একবার মাত্র নয়। তার পূর্ব শরীর ছিল এবং উত্তর শরীরও থাকবে। বস্তুত আত্মার পূর্ব শরীর ধারণ অনাদি, অর্থাৎ কবে আত্মার শরীর ধারণ প্রারম্ভ হয়েছিল তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তবে, মোক্ষে আত্মার শরীর ধারণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ না জীবাত্মা সর্বকর্মফলভোগ সমাপ্ত করে পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দেহধারণ ও দেহনাশের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। দেহধারণ ও দেহনাশের এই চলমান প্রক্রিয়াই বস্তুত পুনর্জন্মবাদের ভিত্তি। মহর্ষি গৌতম অকাতরেই পুনর্জন্মবাদকে স্বীকৃতি দিয়ে নবম প্রমেয়রূপে তাকে স্বীকার করেছেন। মানুষ, পশু প্রভৃতি কোন একজাতীয় জীবকূলে উৎপন্ন জীবাত্মার মরণের পরে

যে পুনরুৎপত্তি, তাকেই বলে প্রেত্যভাব। প্র-পূর্বক ইণ্-ধাতুর উত্তর ল্যপ্-প্রত্যয়ে "প্রেত্য"-শব্দটি এবং ভূ-ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয়ে "ভাব"-শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। প্র-পূর্বক ইণ্-ধাতুর অর্থ মৃত্যু, ভূ-ধাতুর অর্থ উৎপত্তি এবং ঘঞ্-প্রত্যয়ের অর্থ ভাব বা ক্রিয়া। অতএব "প্রেত্যভাব" শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'মরণের পরে পুনর্জন্ম'[৮] । কিন্তু আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ স্বীকার করলে তার নিত্যত্ব ব্যাহত হয়। আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ বলতে তাই নৈয়ায়িকগণ বোঝাতে চেয়েছেন আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখের সাথে সম্বন্ধই হল উৎপত্তি এবং সেই সম্বন্ধের বিনাশই হল মৃত্যু। প্রেত্যভাব শব্দটির দ্বারা সেই উৎপত্তি ও বিনাশের বারংবার আবর্তন সূচিত হয়েছে। কারণ, "প্রেত্য" শব্দের প্রয়োগের দ্বারা উৎপত্তি সূচিত হয়েছে, যেহেতু উৎপত্তি ব্যতিরেকে বিনাশ অসম্ভব। আবার "ভাব" শব্দের দ্বারা বিনাশও দ্যোতিত হয়েছে, যেহেতু যার উৎপত্তি হয়েছে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বলা যায় আত্মা কোন জীবদেহে বিদ্যমান থেকে সেই দেহের ত্যাগ করলে তাকে বলে মৃত্যু এবং অপর কোন জীবদেহে পুনর্বার দেহধারণ করলে তাকে বলে আত্মার পুনর্জন্ম[৯]।

চার্বাকের দেহাত্মবাদঃ ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাকগণ প্রমাণাভাবে দেহাতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষ্যবেদ্য বস্তুই তত্ত্ব। দেহাতিরিক্ত আত্মা প্রত্যক্ষ্যবেদ্য না হওয়ায় তা অতত্ত্ব। পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি- চার্বাকমতে এই ভূতচতুষ্টয়ই তত্ত্ব এবং সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান কারণ[১০]। প্রত্যক্ষ্যবেদ্য চতুর্ভূতের স্থূল অণুর দ্বারাই জগৎ প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়েছে। সেইরূপ চতুর্ভূতের অণুসমূহ দেহাকারে পর্যবসিত হলে শরীরের সৃষ্টি হয়। চতুর্ভূত শরীরের আকার নিলে বৃক্ষবিশেষের নির্যাস থেকে যেমন মাদকশক্তির উৎপত্তি হয় তেমনি জড় শরীরে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে[১১]। কিন্তু জড়দেহে কিভাবে চৈতন্যের উপপত্তি ঘটতে পারে? এখানে বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র চতুর্ভূতের দেহাকারে সংযোগের দ্বারাই তাতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় না, বরং দেহাকারে পরিণত ভূতচতুষ্টয় বিকারগ্রস্ত হলেই তাতে চৈতন্যের উপপত্তি ঘটে। যেমন, চুন, খয়ের এরা পৃথক পৃথকভাবে কেউই লাল হয় না। কিন্তু সকলে সম্মিলিতভাবে বিকারিত হলেই তাতে রক্তবর্ণের আবির্ভাব ঘটে। এই চৈতন্যই আত্মা। সুতরাং আত্মা দেহাশ্রিত ও দেহানতিরিক্ত তত্ত্ববিশেষ। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু চার্বাকগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দেহকেই আত্মারূপে সিদ্ধ করেছেন। 'আমি কৃশ' বা 'আমি স্থূল' ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগে আত্মা ও দেহের সামানাধিকরণ্য প্রত্যক্ষত উপলব্ধ হয়। দেহেরই কৃশত্ব বা স্থূলত্ব সম্ভব হওয়ায় দেহকেই আত্মা বলতে হয়। পারস্পরিক কুশল বিনিময় প্রসঙ্গে 'আমি ভালো আছি' বা 'আমি ভালো নেই' প্রভৃতি উচ্চারিত বাক্যের দ্বারা শরীরকেই ইঙ্গিত করা হয়[১২]। অভিপ্রেত বস্তুর প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিজনিত সুখ বা দুঃখ শরীরেই প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং শরীরই আত্মা। যদিও 'আমার শরীর' এরূপ প্রয়োগ দেহ ও আত্মার পার্থক্যকেই সূচিত করে তবুও মস্তকসর্বস্ব রাহুর ক্ষেত্রে 'রাহুর মস্তক' এরূপ প্রয়োগ যেমন ঔপচারিক তেমনই 'আমার শরীর' প্রয়োগটিও। এছাড়া দেহ ও আত্মা অন্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধেও আবদ্ধ। যেখানে চৈতন্য আছে সেখানেই দেহ আছে এবং যেখানে দেহ নেই সেখানে চৈতন্যও নেই- এরূপ ভূয়োদর্শনের ফলে দেহ ও আত্মার অভিন্নতাই প্রমাণিত হয়। পুনরায় ক্রিয়া ও ক্রিয়ানিবৃত্তি ব্যক্তির অধীন। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ ব্যক্তির ইচ্ছা, দ্বেষ ও জ্ঞান। কার্য ও কারণ একই আধারে থাকে। সেই যুক্তিতে ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া থেকে নিবৃত্তি এবং ইচ্ছা, দ্বেষ ও জ্ঞান একই আধারে থাকে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শরীরেই লক্ষিত হয়। ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মাতে থাকে। কার্য কারণের আধার এক হওয়ায়

দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন বলেই স্বীকার করতে হয়। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা হওয়ায় দেহ নাশের সাথে সাথেই আত্মারও নাশ হয়। তাই চার্বাকমতে দেহের নাশই মোক্ষ[১৩]। মুক্তির পশ্চাৎ যেহেতু আত্মার কোন সত্তা থাকে না, তাই আত্মার পুনরায় দেহধারণের অবকাশ থাকে না। অতএব, চার্বাক জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নয়, এটাই সিদ্ধান্ত। চার্বাকদের এই সিদ্ধান্তের বীজ বৈদিক সাহিত্যেই নিহিত আছে। যেমন বৃহদারণ্যকের ঋষি বলেছেন দেহই আত্মা এবং দেহের নাশেই আত্মার নাশ হয়[১৪]। অথবা, মানুষের মৃত্যুর পর বাগ্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রতে, শ্রোত্র দিকে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোম ওষধীতে, কেশ বনস্পতিতে, রক্ত ও বীর্য জলে লীন হয়ে যায়। কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকায় পুনর্জন্ম বা স্বর্গ-নরকাদি ভোগের কোন অবকাশ থাকে না[১৫]।

আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদনপূর্বক নৈয়ায়িকদের জন্মান্তরবাদ সমর্থনঃ চার্বাকের দেহাত্মবাদ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে বহুধা নিন্দিত ও খণ্ডিত হয়েছে। প্রমাণপ্রিয় নৈয়ায়িকগণ অবশ্যই এবিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁরা দেহাত্মবাদকে সর্বথা খণ্ডন করেছেন। ফলতঃ পুনর্জন্মবাদ ন্যায়দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বস্তুত দুটি মুখ্য সিদ্ধান্তরূপ স্তম্ভের উপর পুনর্জন্মবাদ স্থাপিত হয়েছে। এই দুটি সিদ্ধান্ত যথাক্রমে আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত থেকে অতিরিক্ত বা ভিন্ন এবং আত্মা নিত্য। এই দুই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে পুনর্জন্মবাদ অনায়াসেই সিদ্ধি হয়। মহর্ষি গৌতম আত্মাকে দেহাদিসংঘাত থেকে ভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াসে প্রথমত ইন্দ্রিয় থেকে অতিরিক্ত আত্মাকে প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর মতে ইন্দ্রিয় আত্মা নয়। কারণ, মানব দেহে একাধিক ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের কর্তা ভিন্ন ভিন্ন আত্মা হবে। ফলতঃ এককর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ সম্ভব হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু 'যে পদার্থকে চোখে দেখেছি সেই পদার্থকেই স্পর্শ করছি'- এরূপ মানস প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। সেই মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে বোঝা যায় পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষযুগল এককর্তৃক। সুতরাং উভয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষের কর্তা এক হওয়ায় প্রমাণিত হয় আত্মা ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন[১৬]।

দ্বিতীয়ত, আত্মা দেহ থেকেও ভিন্ন। দেহ ও আত্মা অভিন্ন হলে মৃত্যুর পর দাহজনিত কারণে দেহ বিনষ্ট হলে আত্মারও বিনাশ স্বীকার করতে হয়। সুতরাং দেহের ন্যায় আত্মাও অনিত্য হয়ে পড়ে। ধর্মাধর্ম যেহেতু আত্মায় উৎপন্ন হয়, শরীরেই তার উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। মৃত্যুর পর শরীর দগ্ধ হলে তদাশ্রিত ধর্মাধর্মও নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে কর্মফল ভোগেরও কোন অবকাশ থাকে না। পুনশ্চ শরীর আত্মারূপে স্বীকৃত হলে প্রাণীহিংসাজন্য অধর্মও হিংসাকারীকে স্পর্শ করে না। কারণ, কর্তার যে শরীর প্রাণীহিংসা করেছে ফলভোগ পর্যন্ত সেই শরীর বিদ্যমান না থাকায় অধর্মজন্য ফলভোগ হয় না। অতএব শরীর আত্মারূপে স্বীকৃত হলে কর্মফলভোগ প্রক্রিয়ার উচ্ছেদ ঘটবে। তাই দেহ আত্মা নয় এটিই ন্যায়সিদ্ধান্ত[১৭]। তৃতীয়ত, মনও আত্মা নয়। কারণ মনকে আত্মা বলে স্বীকার করলে নামমাত্রেরই পার্থক্য হয়, মন ও আত্মার একত্ব স্থাপিত হয় না। যেকোন জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে সাধন অবশ্য স্বীকার্য। যেমন রূপজ্ঞানের সাধন চক্ষু বা শব্দজ্ঞানের সাধন শ্রোত্র। অনুরূপভাবে সুখাদিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের সাধনরূপে জ্ঞাতার অন্তরিন্দ্রিয় বা মনকে স্বীকার করতে হয়। রূপাদিজ্ঞানকালে জ্ঞাতা ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে যেমন পৃথকভাবে স্বীকার করতে হয়, তেমনই সুখাদির জ্ঞানাবসরেও জ্ঞাতা ও মনকে পৃথকরূপেই স্বীকার করতে হবে। এমতাবস্থায় আত্মাকে মন বলে স্বীকার করলে নামমাত্রের প্রভেদ ছাড়া আত্মা ও মনের একত্ব প্রতিপাদিত হয় না[১৮]।

পূর্বোক্ত যুক্তিজালের ভিত্তিতে আত্মাকে দেহাদিসংঘাত থেকে ভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করে মহর্ষি গৌতম তিনটি হেতুর দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব সমর্থন করেছেন। প্রথমত, নবজাত শিশুর পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণবশত হর্ষ, ভয় ও শোক প্রাপ্তি হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য[১৯]। ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তিতে যে সুখানুভূতি হয় তাকে বলে হর্ষ এবং অপ্রাপ্তিতে যে দুঃখানুভূতি হয় তাকে বলে শোক। ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান ঈপ্সার কারণ। পূর্বানুভূত সুখসাধক বস্তুতেই ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান জন্মায়। বর্তমান বস্তুতে অনুমানের দ্বারা পূর্বানুভূত ইষ্ট সজাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হলে তদবিষয়ে ঈপ্সা উৎপন্ন হয়। একইভাবে অনীপ্সিত বস্তুতে শোক উৎপন্ন হয়। নবজাত শিশুর মধ্যেও হর্ষ, শোক ও ভয় লক্ষ্য করা যায়। ন্যায়সূত্রভাষ্যকার নবজাত শিশুর মধ্যে হর্ষ, শোক ও ভয়ের অস্তিত্বে যথাক্রমে স্মিত, রোদন ও ভয়কে হেতুরূপে স্বীকার করেছেন। যৌবনাদি অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে হর্ষজন্য স্মিত, শোকজন্য রোদন ও ভয়জন্য কম্পন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং শিশুর স্মিত, রোদন ও কম্পনের দ্বারাও তার হর্ষ, ভয় ও শোক অনুমেয়। শিশুর হর্ষাদি পূর্বানুভাব জন্যই। যেহেতু ইহজন্মে নবজাতকের কোন বিষয়েই ইষ্টসাধনত্ব বা অনিষ্টসাধনত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয়নি, তাই তার পূর্বজন্মগত সংস্কারকেই উভয়বিধ জ্ঞানের কারণ হিসাবে স্বীকার করতে হয়। এরফলে পূর্ব পূর্ব জন্মে একই আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আত্মা নিত্য।

দ্বিতীয়ত, নবজাত শিশুর স্তন্যাভিলাষ থেকেও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার্য[২০]। নবজাত শিশুর মাতৃস্তন্যপানে যে প্রবৃত্তি তার দ্বারা শিশুর স্তন্যাভিলাষ অনুমিত হয়। শিশুর স্তন্যাভিলাষ ছাড়া স্তন্যপানে প্রবৃত্তি জন্মাতে পারে না। প্রবৃত্তি পুনরায় জ্ঞান বা অভ্যাস ছাড়া হতে পারে না। প্রাণীমাত্রই ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আহারাভিলাষী হয়ে থাকে । এই জ্ঞানবশত ক্ষুধাকালে জীবের আহারাভিলাষ জন্মায়। নবজাত শিশুর স্তন্যপানাভিলাষও যে তার পূর্বাভ্যাসবশত তা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু ইহজন্মে শিশুর স্তন্যপানাভ্যাস সম্ভব না হওয়ায় পূর্বজন্মগত অভ্যাস ও তজ্জন্য অনুস্মরণই যে ইহজন্মে শিশুর স্তন্যপানাভিলাষের কারণ তা স্বীকার করতেই হয়। পূর্বজন্মের সংস্কার ইহজন্মে উদিত হওয়ায় উভয় জন্মেই যে একই আত্মা বিদ্যমান, তা বলাই বাহুল্য। অতএব আত্মা নিত্য।

তৃতীয়ত, সর্বথা রাগশূন্য প্রাণীর জন্ম পরিলক্ষিত না হওয়ার জন্যও আত্মার নিত্যতা স্বীকার্য[২১]। রাগযুক্ত প্রাণীই জন্মলাভ করে। আত্মার শরীরাদি সম্বন্ধই জন্ম। জন্মগ্রহণ থেকে অনুমিত হয় যে প্রাণীটি কোন না কোন সময়ে অবশ্যই রাগযুক্ত হয়েছিল। রাগের কারণ হল অনুস্মরণ। যে জাতীয় বিষয়ের ভোগবশত আত্মার পূর্বে সুখানুভূতি হয়েছিল, সেই বিষয় পুনরায় উপস্থিত হলে আত্মার সেই বিষয়ে রাগ বা অভিলাষ জন্মায়। নবজাত শিশুর স্তন্যপানাভিলাষ একই কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু ইহজন্মে শিশুর পূর্বানুভব সিদ্ধ না হওয়ায় পূর্বজন্ম অবশ্য স্বীকার্য। পূর্বজন্মানুভূত বিষয় সংস্কাররূপে আত্মায় সঞ্চিত থাকায় এবং ইহজন্মে সেই বিষয়ের অনুস্মরণ হওয়ায়, উভয় জন্মেই একই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। অতএব আত্মা নিত্য। দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যতিরক্ত আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আমুক্তি কর্মফল ভোগের উদ্দেশ্যে জন্মান্তরবাদ অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। ন্যায়মতে শরীরই ভোগের আধার। অতএব কর্মফলভোগের উদ্দেশ্যে আত্মার বিভিন্ন দেহধারণ অবশ্যম্ভাবী। আত্মার পুনঃপুনঃ দেহধারণই হল পুনর্জন্ম।

আত্মার নিত্যতা খণ্ডনপূর্বক চার্বাকদের জন্মান্তরবাদে বিপ্রতিপত্তিঃ দেহাত্মবাদী চার্বাক দেহনাশের সাথেই আত্মার নাশ স্বীকার করেছেন। চার্বাকমতে আত্মা তাই অনিত্য। অনিত্য আত্মার পুনর্জন্ম স্বীকারের কোন অবকাশ চার্বাক সম্প্রদায়ে নেই। স্বসম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত অনুসারে চার্বাক আত্মনিত্যত্বসাধক হেতুতে

দোষান্বেষণে যথেষ্ঠ তৎপরতা দেখিয়েছেন। যেমন নৈয়ায়িকদের প্রথম হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করে চার্বাকগণ সেই হেতুকে সব্যভিচারী প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের মত পদ্ম প্রভৃতি অনিত্য দ্রব্যে সংকোচ বা বিকাশরূপ বিকার পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ বিকার অনিত্য দ্রব্যে স্বভাবসিদ্ধ। সেইভাবে হর্ষ, ভয়, শোকও আত্মার স্বাভাবিক বিকার। ফলে নবজাত শিশুর পূর্বানুভূতি ছাড়াই স্বভাবসিদ্ধ উপায়ে হর্ষাদি সিদ্ধ হয়। এরজন্য আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার অনুচিত। নৈয়ায়িক প্রযুক্ত দ্বিতীয় হেতুটিও ব্যভিচারীই। চার্বাকগণ বলেন পূর্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ সর্বত্র প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয় না। অর্থাৎ, শিশুর স্তন্যপানের প্রবৃত্তির দ্বারা শিশুর স্তন্যপানের পূর্বাভ্যাস এবং তার দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব সাধিত হয় না। ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্য তারা উদাহরণ দিয়েছেন, লৌহদ্রাব্য কোনরকম পূর্বাভ্যাস ছাড়াই চম্বুকের দিকে এগিয়ে যায়। এইভাবে বস্তুশক্তিবশতই শিশু মাতৃস্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়। পুনশ্চ তৃতীয় হেতুর নিরসনকল্পে চার্বাকগণ বলেন যে, বিষয়াভিলাষ পূর্বানুস্মরণজন্য একথা স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। মৃত্তিকাদির দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হলে কারণান্তরের দ্বারা যেমন ঘটে ঘটরূপের উৎপত্তি হয়, আত্মাও সেরূপ চতুর্ভূত থেকে উৎপন্ন হলে কারাণান্তরের সাহায্যে তাতে রাগাদির উৎপত্তি হয়। এরজন্য আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করা কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। দেহাত্মবাদী চার্বাকগণ নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তে আপত্তি জনিয়ে আত্মনিত্যত্ব নস্যাৎ করেছেন। অনিত্য আত্মার পুনর্জন্ম সর্বথা অসিদ্ধ ও অসম্ভব।

চার্বাকমত খণ্ডনপূর্বক নৈয়ায়িককর্তৃক আত্মনিত্যত্ব প্রতিস্থাপনঃ নৈয়ায়িক-প্রযুক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শনের যে চেষ্টা চার্বাকগণ করেছেন তা নৈয়ায়িক-কর্তৃক বহুধা খণ্ডিত হয়েছে। নৈয়ায়িকদের প্রথম ও দ্বিতীয় হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শনের যে চেষ্টা করা হয়েছে তা নেহাতই শিশুসুলভ। কারণ একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যে হর্ষাদির দৃষ্ট কারণ প্রত্যাখ্যান করা যায় না। যুবাকাদি পূর্বানুভূত বিষয়কে স্মরণ করেই হর্ষাদি অনুভব করে থাকে। সুতরাং শিশুর ক্ষেত্রেও হর্ষাদি পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণজন্যই বুঝতে হবে। তাছাড়া পদ্মাদিতে বিকার স্বভাববশত নয়, বরং তারও উপযুক্ত কারণ অনুসন্ধেয়। পদ্মাদিতে প্রবোধরূপ বিকার উষ্ণ আবহাওয়ায় (দিনে) এবং সঙ্কোচরূপ বিকার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় (রাতে) হয়ে থাকে। অর্থাৎ উষ্ণতা প্রবোধের কারণ এবং শীতলতা সঙ্কোচের কারণ। এরূপ হর্ষাদিও আত্মার স্বাভাবিক বিকার নয়। বরং পূর্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ থেকেই যুবকাদির হর্ষাদি হয়। নবজাতকের হর্ষাদিও অনুরূপ কারণজন্যই। অতএব আত্মার নিত্যতা স্বীকার ছাড়া উপায় নেই। নৈয়ায়িকদের দ্বিতীয় হেতুতেও চার্বাকদের ব্যভিচার প্রদর্শনের চেষ্টা যথাযথ নয়। লৌহদ্রব্যের চুম্বকাভিমুখে গমন নিষ্কারণ নয়। চুম্বকের দিকে লৌহজাত দ্রব্যই গমন করে, মৃত্তিকানির্মিত বস্তু নয়। সুতরাং লৌহদ্রব্যের চুম্বকাভিমুখে গমন নিশ্চিত কারণজন্য। একইভাবে নবজাতকের মাতৃস্তন্যাভিলাষও নিশ্চিত কারণজন্য। পূর্বজন্মের আহারাভ্যাসজনিত অনুস্মরণই নবজাতকের প্রবৃত্তির কারণ। অতএব আত্মার নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য। পুনশ্চ, প্রাণীর জন্মের কারণ যে রাগ, তা খণ্ডন করতে চার্বাক যে দৃষ্টান্তের ব্যবহার করেছেন তাও গ্রাহ্য নয়। ঘটাদি সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির পর তার গুণ যেমন কারণান্তরজন্য আত্মার উৎপত্তির পর হর্ষাদিগুণও কারণান্তরজন্য স্বীকার করলেও সেই কারণ "সঙ্কল্প" ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু হতে পারে না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে বিষয়ভোগী জীবগণের ভোগ্য বিষয়ের প্রতি যে রাগ তা বিষয়ের অনুস্মরণজনিত সঙ্কল্পজন্য। সুতরাং নবজাতকের প্রাথমিক রাগও পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণজন্য বলেই স্বীকার করতে হবে[২২]। উদ্যোতকরের মতে পূর্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাই হল সঙ্কল্প। তাৎপর্যটীকাকারের মতে পূর্বানুভূত বিষয়ের

ধারাবাহিক স্মরণই হল চিন্তন। এই চিন্তনই সেই বিষয়ে সঙ্কল্পের জনক। অতঃপর সঙ্কল্প থেকেই রাগ উৎপন্ন হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সঙ্কল্প-শব্দের অর্থ করেছেন "ইষ্টসাধনত্বজ্ঞান"[২৩]। কোন বিষয়ে ইষ্টসাধনতা জ্ঞান জন্মালে সেই বিষয়ে রাগের সঞ্চার হয়। সুতরাং নবজাতকের রাগের দ্বারা তার ইষ্টসাধনতাজ্ঞান অবশ্যই অনুমেয়। ইহজন্মে সেরূপ জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় আত্মার নিত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। নিত্য আত্মার পুনঃপুনঃ দেহধারণই হল পুনর্জন্ম।

পুনর্জন্মের অসিদ্ধি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিরাসঃ নৈয়ায়িকগণ আত্মার নিত্যত্ব সাধন করতে চাইলেও তার দ্বারা আত্মার পুনর্জন্ম সিদ্ধ করা সম্ভব নয় বলেই চার্বাকরা মনে করেন। কারণ তার ফলে নৈয়ায়িকদের স্বসিদ্ধান্তেরই ব্যাঘাত ঘটে। নিত্য বস্তুর স্বরূপই হল তা উৎপত্তি-বিনাশ রহিত। আত্মার নিত্যত্ব ব্যাহত হবে যদি তার জন্ম ও বিনাশ স্বীকার করা হয়। সুতরাং নিত্য আত্মার জন্ম ও মৃত্যু সম্ভব নয়। মরণের পর জন্ম ও জন্মের পর মরণ, এইভাবে জন্ম ও মরণ প্রেত্যভাবের স্বরূপ হওয়ায় নিত্য আত্মার পুনর্জন্ম কোনভাবেই সিদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু মহর্ষি গৌতম প্রতিপন্ন করেছেন যে, আত্মার নিত্যত্ববশতই প্রেত্যভাব সিদ্ধ হয়। একই আত্মার বারংবার এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণই হল প্রেত্যভাব। শরীরের সাথে সাথে আত্মার বিনাশ স্বীকার করলে একই আত্মার বারংবার শরীর ধারণরূপ প্রেত্যভাব হতে পারে না। একমাত্র আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকৃত হলেই তার বারংবার দেহধারণরূপ জন্ম সিদ্ধ হতে পারে[২৪]।

আত্মার জন্মান্তর স্বীকৃত হলে সকলেই তার প্রত্যক্ষ করতে পারত। তাছাড়া পূর্বজন্মানুভূত বিষয়ের স্মরণ সম্ভব হলে, সমস্ত বিষয়ের স্মরণ করাই সম্ভব হত। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। সুতরাং আত্মার পুনর্জন্ম সিদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু নৈয়ায়িক বলেন যে পূর্বাভ্যস্ত কোন বিষয়ের স্মরণ হলেই যে সমস্ত বিষয় স্মৃত হবে একথা বলা যায় না। বরং যে বিষয়ের স্মরণের অনুকূল কারণসমূহ বিদ্যমান থাকে সেই বিষয়েরই স্মরণ হয়। অদৃষ্টবিশেষের পরিপাকবশত পূর্বজন্মানুভূত যে বিষয়ের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, সে বিষয়েই স্মৃতি জন্মায়। উদ্বুদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির জনক। অন্যথা ইহ জন্মে উৎপন্ন বিভিন্ন সংস্কার থেকে সর্বদাই স্মৃতির উদ্রেক হতে থাকবে। ফলত সংস্কারের উদ্বোধক অবশ্য স্বীকার্য। নবজাতকের জীবনরক্ষার অনুকূল অদৃষ্টবিশেষই তার পূর্বজন্মানুভূত স্তন্যপানাদিবিষয়ে ইষ্টসাধনত্বরূপ সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করে। সেই উদ্বুদ্ধ সংস্কারই বর্তমান জন্মে মাতৃস্তন্যপানকে ইষ্টসাধনরূপে স্মরণ করায়। সুতরাং পূর্বজন্ম স্বীকৃত হলেই তার দ্বারা পূর্বজন্মের সমস্ত বিষয়ের স্মরণের উপপত্তি হবে, একথা বলার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

পূর্বজন্মগত উদ্বুদ্ধ সংস্কার বর্তমানে স্মৃতির কারণ হলে মনুষ্যজন্মের পর মনুষ্যেতর দেহধারণ করলে প্রাণীর অব্যবহিত পূর্বতর মনুষ্যজন্মানুকূল সংস্কারের সহযোগে বর্তমান জন্মে স্মৃতির উদয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমানে উষ্ট্রদেহ পরিগ্রহ করলে মনুষ্যানুকূল প্রবৃত্তি তাতে পরিলক্ষিত হয় না। বরং উষ্ট্রদেহানুকূল প্রবৃত্তিই সেই নবজাত উষ্ট্রশিশুর মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং বর্তমান দেহের প্রবৃত্তির কারণ হিসাবে পূর্বতর জন্মের স্বীকার কষ্টকল্পনামাত্র। চার্বাকদের উক্ত মতের বিরোধিতা করে নৈয়ায়িক বলেছেন যে, প্রবৃত্তির কারণ যে রাগ তা কেবলমাত্র পূর্বানুভূত বিষয়ানুস্মরণজন্যই নয়, জাতিবিশেষপ্রযুক্তও। যে অদৃষ্টবশত জীব যে দেহ পরিগ্রহ করে সেই অদৃষ্ট বলেই জীবের বহু জন্ম ব্যবহিত সেই দেহানুকূল অদৃষ্টবিশেষই উদ্বুদ্ধ হয়। মনুষ্যদেহানুকূল সংস্কারের উদ্বোধক না থাকায় মনুষ্যদেহোচিত সংস্কার উষ্ট্রদেহে

পরিলক্ষিত হয় না[২৫]। অতএব ইহজন্মের নানাবিধ প্রবৃত্তি পূর্ব পূর্ব জন্মজনিত সংস্কারের উদ্বোধন ছাড়া সম্ভব না হওয়ায় আত্মার পুনর্জন্ম অবশ্য স্বীকার্য।

উপসংহারঃ প্রত্যক্ষৈকপ্রামাণ্যবাদী চার্বাকগণ অনুমান প্রমাণগম্য দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষ প্রামাণের দ্বারা দেহই আত্মারূপে স্বীকার্য। সুতরাং দেহনাশেই আত্মা বিনষ্ট হয়। দেহনাশের পর পুণ্যজন্য স্বর্গ বা পাপজন্য নরক ভোগ করবার জন্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার অকর্তব্য। চার্বাকাচার্য বলেন অঙ্গনালিঙ্গনজন্য সুখই হল পুরুষার্থ এবং সংসারে দুঃখ প্রাপ্তিই নরক। ফলত স্বর্গ ও নরকের ভোগ দেহধারণকালেই সম্ভব। তার জন্য আত্মার পুনর্জজন্ম স্বীকার অনাবশ্যক। কিন্তু ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকার আচার্য উদয়ন পরলোকের অস্তিত্ব সাধনে যথেষ্ঠ তৎপরতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে পারলৌকিক সুখভোগের উদ্দেশ্যে আস্তিকগণের অগ্নিহোত্রাদি কর্মে প্রবৃত্তি নিষ্ফল হতে পারে না। ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিরই কর্মে প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় না। কেবলমাত্র অপর ব্যক্তিবর্গকে প্রতারণা করবার জন্য তারা বহুকষ্টসাধ্য যাগাদির অনুষ্ঠান করেন একথা বলাও সমীচীন নয়। কারণ তার ফলে অদৃষ্টপূর্ব পরলোক কল্পনা করতে হয় চার্বাককে। তাছাড়া অন্যকে প্রতারণা করবার জন্য নানাবিধ ব্রতাদির অনুষ্ঠানপূর্বক ক্লেশ সহ্য করা ধূর্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হয়। সুতরাং নির্বিচারে বহু মানুষকর্তৃক ধর্মাচরণই পরলোকের অস্তিত্বে প্রমাণ। পরলোক সিদ্ধ হলে পারলৌকিক ফলভোগের জন্য দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করতে হবে[২৬]। নিত্য আত্মার ভোগায়তন হল দেহ। সুতরাং দেহনাশের পর ফলভোগের জন্য একই আত্মার দেহান্তরসম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। নৈয়ায়িকগণ উক্ত প্রক্রিয়াতেই আত্মার অনাদিপূর্ব অপবর্গান্ত শরীরপরম্পরা সিদ্ধ করেছেন যা চার্বাকদের দেহাত্মবাদকে দৃশ্যতই মলিন করে।

তথ্যসূত্রঃ

উদয়ন. (১৯৮৩). *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* সম্পাদক শ্যামাপদ মিশ্র. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

গৌতম. (১৯৮৫). *ন্যায়দর্শনম্,* সম্পাদনা তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ ও অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ. মুন্‌শীলাল মনোহরলাল প্রা. লি.।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী. (১৯৫৯). *চার্বাকদর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী. (১৯৮২). *চার্বাকষষ্টিঃ,* জ্যোতি পাবলিকেশন।

ফণীভূষণ তর্কবাগীশ. (১৯৮২). *ন্যায়দর্শন (২য় খণ্ড),* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

ফণীভূষণ তর্কবাগীশ. (১৯৮৮). *ন্যায়দর্শন (৪র্থ খণ্ড),* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

ভট্টাচার্য, অমিত. (২০০৮). *চার্বাকদর্শন,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

মাধবাচার্য. (১৯২৪). *সর্বদর্শনসংগ্রহঃ,* সম্পাদক বিল্বাবলিকর. প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন মন্দির।

---

[১] দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ। *(ন্যায়সূত্র, ১/১/২)।*

[২] জ্ঞানাধিকরণমাত্মা। *(তর্কসংগ্রহ)।*

[৩] ধ্বংসপ্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং নিত্যত্বম্। *(তর্কসংগ্রহদীপিকা)।*

[৪] তচ্চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা। দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ। *(সর্বদর্শনসংগ্রহ)।*

[৫] পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ। *(ন্যায়সূত্র, ১/১/১৯)।*

[৬] প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্ব-জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। *(ন্যায়সূত্র, ১/১/১)।*

[৭] আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়স্য তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। *(ন্যায়সূত্রভাষ্য, ১/১/১)।*

[৮] উৎপন্নস্য ক্বচিৎ সত্ত্বনিকায়ে মৃত্বা যা পুনরুৎপত্তিঃ স প্রেত্যভাবঃ। *(ন্যায়সূত্রভাষ্য, ১/১/১৯)।*

[৯] তদীয়মরণং চ তদীযজীবনাদৃষ্টনাশঃ,তদীযশ্চরমপ্রাণসংযোগধ্বংসঃ, তদীযপ্রাণধ্বংসো বা। তদীযোৎপত্তিস্তু তদীযবিজাতীযশরীরাদ্যপ্রাণসংযোগ ইতি। *(ন্যায়সূত্রবৃত্তিঃ, ১/১/১৯)।*

[১০] পৃথিব্যপ্তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি। *(বার্হস্পত্যসূত্রম্, ১)।*

[১১] চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যঃ দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।। *(চার্বাকষষ্টিঃ, ৪৮)।*

[১২] অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী।। *(চার্বাকষষ্টিঃ, ৪৯)।*

[১৩] দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ। *(বার্হস্পত্যসূত্রম্, ৯৬)।*

[১৪] বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি। *(২/৪/১২)।*

[১৫] যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং, মনশ্চন্দ্রং, দিশঃ শ্রোত্রং, পৃথিবীং শরীরং, আকাশমাত্মা, ওষধীর্লোমানি, বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতশ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে ক্বাযং তদা পুরুষো ভবিতি।

[১৬] দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ। *(ন্যায়সূত্র, ৩/১/১)।*

[১৭] শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ। *(ন্যায়সূত্র, ৩/১/৪)।*

[১৮] জ্ঞাতুর্জ্ঞাসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্। *(ন্যায়সূত্র, ৩/১/১৬)।*

[১৯] পূর্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ। *(ন্যায়সূত্র, ৩/১/১৮)।*

[২০] প্রেত্যাহারভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ। *(ন্যায়সূত্র, ৩/১/২১)।*

[২১] বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ। *(ন্যায়সূত্র, ৩/১/২৪)।*

[২২] অযং খলু প্রাণিনাং বিষয়ানাসেবমানানাং সঙ্কল্পজনিতো রাগো গৃহ্যতে, সঙ্কল্পশ্চ পূর্বানুভূতবিষয়ানুচিন্তনযোনিঃ। তেনানুমীয়তে জাতস্যাপি পূর্বানুভূতার্থানুচিন্তনকৃতো রাগ ইতি। *(ন্যায়সূত্রভাষ্য, ৩/১/২৬)।*

[২৩] সঙ্কল্পো জ্ঞানম্, ইষ্টসাধনতাজ্ঞানমিতি যাবৎ। তন্নিমিত্তকা হি রাগাদয়ঃ। *(ন্যায়সূত্রবৃত্তিঃ, ৩/১/২৬)।*

[২৪] নিত্যোৎযমাত্মা প্রৈতি পূর্বশরীরং জহাতি ম্রিযত ইতি। প্রেত্য চ পূর্বশরীরং হিত্বা ভবতি জাযতে শরীরান্তরমুপাদত্ত ইতি। তচ্চৈতদুভয়ং পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ পূর্বশরীরং হিত্বা শরীরান্তরোপাদানং প্রেত্যভাব ইতি। *(ন্যায়সূত্রভাষ্য, ৪/১/১০)।*

[২৫] কর্মণঃ সংস্কারোদ্বোধকত্বাৎ করভজাত্যর্থেন কর্মণা জন্মসহস্রব্যবহিতাপি করভভাবনোদ্বধ্যতে নানন্তরাপি মনুষ্যভাবনা প্রায়ণাভিভূতেতি ভাবঃ। *(ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা, ৩/১/২৬)।*

[২৬] বিফলা বিশ্ববৃত্তির্নো ন দুঃখৈকফলাপি বা।
দৃষ্টলাভফলা বাপি বিপ্রলম্ভোঽপি নেদৃশঃ।। *(ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ, ১/৮)।*